প্রতারক সাহেদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাবি রাষ্ট্রপক্ষের

করোনাভাইরাস টেস্ট নিয়ে প্রতারণার হোতা রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষ করে এ দাবি করেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আব্দুল্লাহ আবু।

রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে সাহেদের আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন শুরু করেন। এ দিন সাহেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন শেষ না হওয়ায় রোববার পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত।

পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বুধবার অস্ত্র মামলায় নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চেয়েছেন সাহেদ। এই আদালতকেই সাহেদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, আমার কাছ থেকে কোনো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি আদালতের কাছে ন্যায়বিচার চাই।

এ মামলায় ১১ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে।এর আগে গত ২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ সাহেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

গত ৩০ জুলাই ঢাকা চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. শায়রুল আসামি সাহেদের বিরুদ্ধে এ মামলায় চার্জশিট দাখিল করেন।

গত ১৫ জুলাই সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্ত থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব। তার বিরুদ্ধে দেবহাটা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারের পরই তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

গত ৬ জুলাই র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তরা ও মিরপুর কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয়। পরীক্ষা ছাড়াই করোনার সনদ দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অন্তত ছয় হাজার ভুয়া করোনা পরীক্ষার সনদ পাওয়ার প্রমাণ পায়। একদিন পর গত ৭ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্দেশে র্যাব রিজেন্ট হাসপাতাল ও তার মূল কার্যালয় সিলগালা করে দেয়। রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ওই দিনই উত্তরা পশ্চিম থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

সূত্র- যুগান্তর

জীবননগরে বাঁশের সাঁকো নির্মানের উদ্বোধন

জীবননগরে সেচ্ছা শ্রমে মিত্রতা বাঁশের সাঁকো নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর এর আয়োজনে জীবননগর পৌর শহরের ৭নং ওর্য়াড দত্তনগর রোডে স্বেচ্ছা শ্রমে মিত্রতা নামের বাঁশের সাঁকো নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়।

ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী জীবননগর শাখার সভাপতি মিথুন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সাঁকো নির্মান কাজের উদ্ভোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(ওসি) সাইফুল ইসলাম,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন,মাই টিভির সিনিয়ার রিপোর্টার এস কে লিটন,

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,জীবননগর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আসমা আক্তার,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ,সমন্বয়কারী মুকুল হোসেন,আঃ সালাম,আশরাফুল ইসলাম,আশাদুজ্জামান লিটন,ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর এর সদস্য লাবনী,তুহিন,সাদিয়া,নিশান,রমজান,সম্রাট,শিলা,ওমর,জাহিদ,মুসা,স্বর্ণা প্রমুখ।

মার্চ পর্যন্ত ৩০ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি

দেশে বর্তমানে প্রায় ছয় লাখ টন পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে আরও পেঁয়াজ আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ টাকা কেজি দরে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশব্যাপী খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি।

বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে। টিসিবির মাধ্যমে বিপুল পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। পেঁয়াজ ব্যবহারে সাশ্রয়ী ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেঁয়াজ না কেনার জন্যও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

ভারত থেকে এলসির মাধ্যমে কেনা পেঁয়াজ যেগুলো সীমান্ত পার হওয়ার অপেক্ষায় আছে, সেগুলো দু-একদিনের মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে বলে জানা গেছে। তুরস্ক ও মিসর থেকে টিসিবির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে এগুলো দেশে পৌঁছাবে।

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক কার্যক্রম

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত বয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নিদের্শনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খরচ ৪০ কোটি টাকা!

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। আর তাতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। আবার পাঁচ বছরে মাত্র ৯ জনের বেতন ভাতা ৩ কোটি টাকা, আছে বিদেশ ভ্রমণ, সেখানেও লাগবে ৫ কোটি টাকা। এমনই হরিলুটের আয়োজন ‘গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি’ প্রকল্পের ডিপিপি’তে।প্রকল্পের ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক।

শুধু গোপালগঞ্জের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে আলাদা একটি প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি, ২৪ জনের মৃত্যু

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে, ভূমধ্যসাগরের লিবিয়া উপকূলে রাবারের নৌকা ডুবে কমপক্ষে ২৪ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক গণমাধ্যম আনাদোলু।

আইওএম এর মুখপাত্র সাফা সেহলি জানান, লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় অভিবাসন প্রত্যাশীদের রাবারের তিনটি নৌকার একটু ডুবে যায়।

এসময় লিবিয়ার কোস্ট গার্ড ৪৫ জনকে উদ্ধার করে বলে জানায় আইওএম এর ওই মুখপাত্র।

আফ্রিকা ও লিবিয়া থেকে অভিবাসীদের বেশিরভাগেরই পছন্দের রুট হলো ভূমধ্যসাগর। এসব অভিবাসন প্রত্যাশীরা ইতালি এবং মাল্টা হয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে

সংস্কার কাজ বন্ধ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ৯৪০ মিটার রাস্তার সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনদুর্ভোগ বেড়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

রাস্তার পাশে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার না সরানোর কারণে রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হলেও সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের সঙ্গে বিটিসিএলের সমন্বয়হীনতার কারণে কাজটি শুরু হচ্ছে না বলে স্বীকার করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

মেহেরপুর জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কটির পূর্ণাঙ্গ ভাবে কাজ হয়েছিল বছর দশেক আগে। তারপর আর কাজ হয়নি। সড়কের গাংনী মহিলা কলেজ মোড় ও সাবেক সংসদ সদস্যর বাসার সামনেসহ অধিকাংশ স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়াও সড়কটির চোখতোলা মাঠের ৯৪০ মিটার একবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রতি বছরই ওই স্থানে কোন রকম চলাচলের জন্য ব্যয় করা হয় কয়েক লাখ টাকা।

সড়কটি স্থায়ী ভাবে সংস্কারকরণের লক্ষ্যে পুনরায় টেন্ডার করা হয়। কাজ পায় জহিরুল লিমিটেড। মোট ৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে সংস্কার কাজটির কার্যাদেশ পান চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারী। এ সময় কাজটি শুরু করা হলে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তারের ক্ষতির সম্ভাবনার কারণে কাজটি বন্ধ রাখা হয়। বিষয়টি মেহেরপুর জেলা বিটিসিএলকে জানানো হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজও তার সরিয়ে না নেয়ায় কাজটি আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। বার বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সদুত্তর মেলেনি।

তবে মেহেরপুর বিটিসিএল বলছে অন্য কথা। তাদের ভাষ্য, সড়ক ও জনপথ বিভাগের চিঠি বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সড়ক ও জনপথ ক্ষতিপূরণ না দিলে ভুগর্ভস্থ তার সরানো সম্ভব নয়। অনেক খরচের বিষয় থাকায় জেলা কার্যালয়ের সম্ভব হচ্ছে না তার সরানো। ফলে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনীর চোখতোলা নামক স্থানের সড়কটির সমস্যা অন্তত ৫০ বছর ধরে। প্রতি সপ্তাহে সড়ক ও জনপথের লোকজন রাস্তার দেবে যাওয়া অংশে ইট দিয়ে ভর্তি করে যান চলাচলের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। প্রতিদিনই ভাঙ্গা রাস্তায় কোন না কোন

যানবাহন নষ্ট হচ্ছে। সমস্যায় পড়ছে স্থানীয়সহ দূরপাল্লার যানবাহন। এছাড়াও মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার খলিশাকুন্ডি নামক স্থান পর্যন্ত সারা বছরই ছোট ছোট গর্তে পাথর দিয়ে তার ওপর বিটুমিন ছিটিয়ে চলছে পুটিংয়ের কাজ।

আন্তঃজেলা চলাচলকারী এইচআর পরিবহনের চালক সবুজ হোসেন বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কসহ সব সড়কেই বাধা ধরা সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। চোখতোলা মাঠের এই রাস্তার এ অংশ পার হতেই ৫ মিনিট চলে যায়। যথা সময়ে পৌঁছতে না পারলে মোটা অংকের টাকা জরিমানা গুনতে হয়। বিশেষ করে চোখতোলার সড়কের গর্তে পড়ে মাঝে মাঝে গাড়ি বিকল হয়ে যায়।

একই কথা জানালেন এমএম পবিহনের চালক আঙ্গুর আলী।

জোড়পুকুর গ্রামের ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদ বলেন, জোড়পুকুর ও চোখতোলা মাঠের মাঝের এই জায়গাটা কোন দিনও ঠিক হয়না। প্রায় ৮ বছর আগে যখন রাস্তাটা নতুন করে তৈরি করা হয় তারপর মাসখানেক ভালো ছিলো। তারপর আবার আগের অবস্থা। সড়কের এ সমস্যাটা যদি দূর করা যেত তাহলে এ অঞ্চলের মানুষ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতো।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা এই রাস্তা সংস্কারের জন্য বছরের প্রথম দিকেই কার্যাদেশ দিয়েছিলাম। ঠিকাদারও যথা সময়ে কাজ শুরু করেছিলো। কিন্তু রাস্তার পাশেই ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার থাকায় কাজ বন্ধ করে দেয় বিটিসিএল। টিঅ্যান্ডটির তার সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দু’বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সাড়া মেলেনি। ঠিকাদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থায় আবার কাজ শুরু করা হবে।

বিটিসিএলের মেহেরপুরের সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা চিঠি পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তা জানিয়েছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ আমদের ক্ষতিপূরণ না দেয়ায় তার সরানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমি আবারও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবো কিভাবে তার সরানোর ব্যবস্থা করা যায়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম বলেন, রাস্তাটি সংস্কারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিরসনের ব্যবস্থা করবো।

[redacted]

[redacted]

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

মেহেরপুরে নতুন ২ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৯১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৯১ জনে।

আজ বিকাল মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২০ টি রিপোটের মধ্যে ২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮৪৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪১ (সদর-১৫, গাংনী- ২১, মুজিবনগর- ০৫) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮৮ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৮, মুজিবনগর- ৪৯) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪৪ জনকে।